STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

জানুয়ারি ২০১৮
নবপর্যায় ৫৭
মূল্য ১০ টাকা

রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে জাতীয় সংখ্যালঘু কনভেনশন। সূচনা বক্তব্য রাখছেন এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত ছবি: পরিষদ বার্তা

জাতীয় সংখ্যালঘু কনভেনশনে উদ্বেগ প্রকাশ

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

ঢাকায় জাতীয় সংখ্যালঘু কনভেনশনের ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, যে চেতনার ওপর ভিত্তি করে ১৯৭১ সালে ধর্মনির্বিশেষে সর্বস্তরের বাঙালি-আদিবাসী জনগণের মিলিত রক্তস্রোতে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছিল, স্বাধীনতার সুদীর্ঘ ৪৭ বছর পরও বাংলাদেশ তা থেকে যোজন দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ আজ সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সাম্য, সমতা ও সামাজিক মর্যাদার যে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল তা এখনো সোনার পাথরবাটি। এই সর্বনাশা পরিস্থিতিতে দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে। কনভেনশনে আলোচকরা বলেছেন, আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে সংখ্যালঘু ও আদিবাসীরা শঙ্কিত। অতীতের সংসদ নির্বাচনগুলোর আগে ও পরে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হামলার অভিজ্ঞতা তাদের আছে। নির্বাচন তাদের কাছে উৎসব নয়, অভিশাপ ও আতঙ্কের।

বিশিষ্টজনদের বক্তব্যের পূর্ণবিবরণ পঞ্চম পৃষ্ঠায়

রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে গত ১২ জানুয়ারি জাতীয় সংখ্যালঘু কনভেনশনের আয়োজন করে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃত্বাধীন ১৯টি ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সংগঠন। সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দ, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি পৃষ্ঠা ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি

ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর দায়ে শিক্ষক আনিস আলমগীরকে চাকুরিচ্যুত ও শাস্তির দাবি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের একটি প্রতিনিধিদল ২৮ জানুয়ারি সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাননীয় উপাচার্যকে স্মারকলিপি প্রদান করেন। উপাচার্যের পক্ষে মাননীয় প্রোক্টর অধ্যাপক অধ্যাপক এ কে এম গোলাম রব্বানী স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' হিসেবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। পাকিস্তানের প্রথম সিকি শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি আমলের স্বৈর-সাম্প্রদায়িক ও ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গনির্বিশেষে আপামর পৃষ্ঠা ৩

সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় জড়িতদের শাস্তি না হলে নির্বাচন বর্জনের হুমকি ঐক্য পরিষদের

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

২০১৭ সালে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর কমপক্ষে ১ হাজার ৪টি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে তবে এ সংখ্যা ২০১৬ সালের তুলনায় কম। ২০১৬ সালে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছিল ১ হাজার ৪৭১টি। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ গত ৮ জানুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছে পরিষদ। একই সঙ্গে আসন্ন একাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি দেয়া না হলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নির্বাচন বর্জন করবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে। রাজধানীর সেগুনবাগিচার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনার প্রতিবেদন-২০১৭ উপস্থাপন করা হয়। মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত।

২০১৭ সালের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রতিবেদন প্রকাশ

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৬ সালে গুলশানে হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে হত্যাকাণ্ডের পরেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণায় গৃহীত পদক্ষেপের কারণেই ২০১৭ সালে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রতিরোধে গণমাধ্যমে সুধীসমাজ ও পুলিশের ভূমিকা ইতিবাচক।

এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত বলেন, গত বছর সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যা আনুমানিক ৩০,০০০। ২০১৬ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩৩,০০০। এই সময়ে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে ৮৪ জন। একই সময়ে আরও ২২টি রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা ও মরদেহ উদ্ধার হয়েছে যেগুলোও হত্যাকাণ্ড বলে প্রতীয়মান হয়। এ সময়ে বিভিন্ন সহিংস হামলা ও শারীরিক নির্যাতনে আহত ও জখম হয়েছেন ৩২৫ জন, অপহরণের শিকার হয়েছেন ১৮ জন, ধর্ষণ ও ধর্ষণ চেষ্টার ঘটনা ৪৪টি যার মধ্যে ৪টির ক্ষেত্রে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। জমি-জমা, ঘর-বাড়ি, মন্দির ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের পৃষ্ঠা ২

সাম্প্রদায়িক উস্কানির অভিযোগে তথ্য প্রযুক্তি আইনে মামলা

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

ধর্মীয় বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক উস্কানি, আইন-শৃংখলা ভঙ্গ ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরীর জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগে গত ৩০ জানুয়ারি ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফী বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষকতার পাশাপাশি ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগের শিক্ষক আনিস আলমগীরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনাল উক্ত অভিযোগকে এজাহার হিসেবে গণ্য করে তদন্ত শুরু করার জন্যে ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছেন। পৃষ্ঠা ৩

সংবাদ সম্মেলনে ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ ছবি: পরিষদ বার্তা

নির্বাচন বর্জনের হুমকি ঐক্য পরিষদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঘটনা ৪৭১টি। ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি (শ্মশান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ) দখলের ঘটনা ঘটেছে ১১৪টি। দখল ও উচ্ছেদের তৎপরতা ১২০টি। প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে কমপক্ষে ২২৮টি।

এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত প্রতিবেদনে বলেন, গত বছর সংখ্যালঘুদের বসতবাড়ি, সম্পত্তি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ৪৪৩টি। বসতবাড়ি, জমি দখল ও উচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে ১৮৪টি, দেশত্যাগের জন্য হুমকি দেয়ার ঘটনা ঘটেছে ১১টি। শ্মশান ও ধর্মীয় সম্পত্তি দখল ও দখলের চেষ্টা হয়েছে ৫০টি। অপহরণ ও ধর্মান্তর করার ঘটনা ঘটেছে ৩টি, ধর্মান্তরের চেষ্টা হয়েছে ৫টি। ধর্ম অবমাননার কথিত অভিযোগে শাস্তির ঘটনা ঘটেছে ১৩টি।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি হিউবার্ট গোমজ, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, কাজল দেবনাথ, জয়ন্ত সেন দীপু, ভিক্ষু সুনন্দ প্রিয়, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ, সাংগঠনিক সম্পাদক পদ্মাবতী দেবী, প্রিয়া সাহা প্রমুখ।

এক প্রশ্নের জবাবে রানা দাশগুপ্ত বলেন, চলতি বছর দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অতীতেও আমরা দেখেছি নির্বাচন হলেই খড়গ নেমে আসে সংখ্যালঘুদের ওপর। আমরা হামলার শিকার হই। আগামিতে যাতে এটা না ঘটে সে জন্য আমরা নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করেছি। যাদের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ আছে, তাদের যদি রাজনৈতিক দলগুলো মনোনয়ন দেয় তাহলে সকল নির্বাচনী এলাকায় ভোটদান থেকে সংখ্যালঘুরা বিরত থাকবে। যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এই নির্বাচনে ভোট না দিতে পারে, তাহলে এর দায়-দায়িত্ব সরকার ও নির্বাচন কমিশনকেই নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর কারা নির্যাতন করেছে, তার তালিকা আমাদের কাছে আছে। যদি ওইসব ব্যক্তিকে সরকার মনোনয়ন দেয়, তাহলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নির্বাচন বর্জন করবে।

জাতীয় মন্দিরের দেবোত্তর ভূমি বেদখল

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

পবিত্রতাই নষ্ট করা হয়নি; ভক্ত, পর্যটক, এমনকি সরকার, রাষ্ট্র ও বিদেশী দূতাবাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তাও ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। উল্লেখিত ভূমি পুনরুদ্ধারে কয়েক দশক ধরে মোকদ্দমা চালানো হলেও আজ পর্যন্ত তার কোনো সুরাহা হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ৪৭ বছর পরও জাতীয় এমন একটি প্রতিষ্ঠানের এ অবস্থা কারো কাছেই কাম্য নয়। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সম্পত্তি শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নয়, এটি একটি ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী জাতীয় প্রতিষ্ঠান। আর এর সংরক্ষণ, উন্নয়ন ইত্যাদির দায়িত্ব মূলত রাষ্ট্র ও সরকারের।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ও সামরিক কর্মকর্তারা যোগ দেন। সভাপতিত্ব করেন ঐক্য পরিষদের তিন সভাপতির অন্যতম হিউবার্ট গোমেজ। বক্তব্য রাখেন ঐক্য পরিষদের আরেক সভাপতি, পার্বত্য জনসংহতি পরিষদের নেতা ও সাংসদ ঊষাতন তালুকদার, ঐক্য ন্যাপের সভাপতি ও ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য পঙ্কজ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, আওয়ামী লীগ দলীয় সাংসদ ছবি বিশ্বাস, মনোরঞ্জন শীল গোপাল, সাধন মজুমদার ও পঙ্কজ দেবনাথ, সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও বিএনপি নেতা গৌতম চক্রবর্তী, বিএনপির উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য, সাবেক সরকারি কর্মকর্তা বিজন কান্তি দাস, বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুণ্ডু, জাতীয় পার্টির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সুনীল শুভ রায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক ও অধ্যাপক সুকোমল বড়ুয়া, বিশিষ্ট অভিনেতা পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, লে. কর্নেল (অব.) নিরঞ্জন ভট্টাচার্য, ক্যাপ্টেন (অব.) শচীন কর্মকার, পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজি সত্যরঞ্জন বাড়ৈ, সাবেক সচিব হীরালাল বালা প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দৈনিক ভোরের কাগজ'র সম্পাদক শ্যামল দত্ত।

স্বাগত বক্তব্যে ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত বলেন, দেশে বিরাজিত রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতিতে এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। সরকারি চাকরিতে নিয়োগ, পদোন্নতিতে বিগত বছরগুলোতে বেশ খানিকটা ইতিবাচক অগ্রগতি ঘটলেও পূর্বেকার মতো একটানা সাম্প্রদায়িক হামলা, নির্যাতন, ভয়-ভীতি-হুমকি, জমি জবরদখল, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে হত্যা তাদেরকে দিশেহারা ও নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে। দেশত্যাগের প্রবণতা আবার দেখা দিয়েছে, অনেকে ইতিমধ্যে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবুল বারাকাতের গবেষণাগ্রন্থ 'বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি'তে বলা হয়েছে, ১৯৬৪ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বিগত পাঁচ দশকে আনুমানিক ১ কোটি ১৩ লাখ লোক নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন অর্থাৎ গড়ে বছরে দেশান্তরিত হয়েছেন আনুমানিক ২ লাখ ৩০ হাজার ৬১২ জন। এই অর্থনীতিবিদ মনে করেন, এই নিরুদ্দেশ প্রক্রিয়ার প্রবণতা বজায় থাকলে এখন থেকে দু'তিন দশক পরে এদেশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর আর কোন মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, রাজনীতি এখন আর রাজনীতিবিদদের হাতে নেই। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদ বলেছেন, 'জাতীয় সংসদ সদস্যদের শতকরা ৮৪ ভাগই ব্যবসায়ী।' রাজনীতি আজ ভূমিদস্যু, ব্যাংক ডাকাত ও দুর্নীতিবাজদের হাতে। কাজেই দেশ স্বাভাবিকভাবে চলছে না, এ সত্যি অস্বীকার করার উপায় নেই। আজ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আক্রান্ত, তাই সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত, আদিবাসীরা আক্রান্ত। রাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধীদের খপ্পরে পড়েছে। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এই কনভেনশন থেকে রাজনীতিদিদের কাছে নিশ্চয়ই এই বার্তা পৌঁছুবে যে, সংখ্যালঘুরা ভালো নেই। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা আজ অনেক গভীরে প্রোথিত হয়ে গেছে। সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে আসা রাজনৈতিক বক্তব্য আর মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতার মধ্যে অনেক ফারাক রয়েছে। এটা সর্বোচ্চ নেতৃত্ব হয়তো ধারণা করতে পারছেন না। গণতন্ত্রের মধ্যেই সর্বস্তরের মানুষের স্বার্থ নিহিত। তাই গণতান্ত্রিক ধারা শক্তিশালী করা ছাড়া বিকল্প নেই। আওয়ামী লীগ সাংসদ মনোরঞ্জন শীল গোপাল বলেন, সংখ্যালঘুরা সবসময় আওয়ামী লীগের সঙ্গে ছিল, ভোট দিয়েছে। আওয়ামী লীগকেও সংখ্যালঘুদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হবে। গণতান্ত্রিক রাজনীতির নামে যারা সংখ্যালঘুদের জমি দখল করে, নির্যাতন-হামলা চালায়, তারা জামায়াতের চাইতেও খারাপ। সাংসদ পঙ্কজ দেবনাথ বলেন, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমাজে শক্ত ভিত গড়ে তুলেছে। ভোটের রাজনীতিতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হচ্ছে, এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

ঘোষণাপত্রে আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, হামলা, জমি জবরদখলের সঙ্গে যুক্ত কাউকে মনোনয়ন না দেওয়ার জন্যে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। বলা হয়, এমন কাউকে মনোনয়ন দিলে সংখ্যালঘুরা ভোটদানে বিরত থাকবে।

কনভেনশনের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য, অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ৭ দফা এবং নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রণীত ৫ দফা দাবি সমর্থন করেছেন। বর্ষীয়ান জননেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্য স্পষ্ট করে বলেছেন, এই কনভেনশনের মধ্য দিয়ে একটা শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। ২০১৫ সালের ৪ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আয়োজিত মহাসমাবেশে জাতীয় ঐকমত্যের ৭ দফা দাবি গৃহীত হয়েছিল যা ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সংগঠনগুলো সমর্থন করেছে। এই ৭ দফার মধ্যে আছে, বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বশীলতা, সাংবিধানিক বৈষম্য বিলোপকরণ, সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, সংখ্যালঘু স্বার্থবান্ধব আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্য বিলোপ, দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা ও সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। আর গত ৯ এপ্রিল ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জাতীয় কাউন্সিলে আগামি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ৫ দফা গৃহীত হয় যা অন্য ১৮টি ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় কমিটি গ্রহণ করেছে। এই ৫ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে, কোন রাজনৈতিক দল বা জোট আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে এমন কাউকে মনোনয়ন দেবে না যারা অতীতে বা বর্তমানে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে বা রাজনৈতিক নেতৃত্বে থেকে সংখ্যালঘু স্বার্থবিরোধী কোন প্রকার কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন বা আছেন, এমন কাউকে নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া হলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সে সব নির্বাচনী এলাকায় তাদের ভোটদানে বিরত থাকবে বা ভোট বর্জন করবে। যে রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ৭ দফা সমর্থন এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিত করতে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবে সে দল বা জোটের প্রতি পূর্ণ সমর্থন, আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণসহ জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংসদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা, নির্বাচনের পূর্বাপর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, প্যাগোডাসহ সকল ধর্মীয় উপাসনালয়কে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার, নির্বাচনী সভাসমূহে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদান বা কোনরূপ প্রচার নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি তা ভঙ্গের দায়ে সরাসরি প্রার্থীতা বাতিলসহ অন্যূন এক বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান প্রণয়ন এবং নির্বাচনের পূর্বে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, সমতলের আদিবাসীদের জন্যে ভূমি কমিশন গঠন, বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন এবং পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন বাস্তবায়নসহ পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণা। এই ৭ দফা ও ৫ দফা কনভেনশনে সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এর অর্থ ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসীরা রাজনীতির গণ্ডি পেরিয়ে নিজেদের স্বার্থে আরও কাছাকাছি এসেছে। যে ১৯ সংগঠন নিয়ে জাতীয় সমন্বয় কমিটি সেটি সম্প্রসারিত করার জন্যে অনুরোধ করেছেন অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। বিএনপির সংখ্যালঘু নেতারা তো স্পষ্টভাবেই কথাটা উচ্চারণ করেছেন, তারা সমন্বয় কমিটির অন্তর্ভূক্ত হতে চান। অর্থাৎ অধিকার ও বঞ্চনার বিষয়টি আজ মুখ্য হয়ে উঠেছে। তারই প্রতিফলন ঘটেছে কনভেনশনে।

সিরাজগঞ্জে ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে রানা দাশগুপ্ত

একাত্তরের পরাজিত শক্তি মাথাচারা দিয়ে উঠছে

॥ সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত বলেন, ৭১ সালে কে হিন্দু, কে মুসলমান সে পরিচয় ছিল না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার চেতনা নিয়ে আমরা হিন্দু-মুসলিম একসাথে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। আর এ চেতনা থেকেই ৭২'র সংবিধান রচিত হয়েছিল। কিন্তু ৭৫'র ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হত্যা করা হয়েছে। সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে তারা হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয়েছে। এ্যাড. দাশগুপ্ত ঐক্য পরিষদ সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান বক্তার ভাষণে এসব কথা বলেন। গত ৯ ডিসেম্বর ২০১৭ শনিবার সিরাজগঞ্জে শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর আখড়ায় ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক প্রদীপ জ্বালিয়ে সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

রানা দাশগুপ্ত আরও বলেন, আজকে বাংলাদেশের হিন্দুরা ভালো নেই। রামু, উখিয়া, নাসিরনগর সর্বশেষ রংপুরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর বর্বর নির্যাতন চালানো হয়েছে। ৭১ এর পরাজিত শক্তিরা আবারও মাথাচারা দিয়ে উঠেছে। একাত্তর সালে যেমন তারা বেছে বেছে সংখ্যালঘুদের নির্যাতন করেছিল। এখনও সেটাই হচ্ছে।

তিনি বলেন, সরকার আর দলের ভেতরে চক্রান্তকারীরা বাসা বেধেছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখতে হবে। যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত, আমাদের স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে পৃষ্ঠা ৩

সিরাজগঞ্জে সম্মেলনের আগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ছবি: পরিষদ বার্তা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের সঙ্গে ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ (বাঁ দিকে), ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি প্রদান করছেন উত্তম কুমার চক্রবর্তী (ডান দিকে) ছবি: পরিষদ বার্তা

ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর দায়ে আনিস আলমগীরকে চাকুরিচ্যুত ও শাস্তির দাবি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাঙালি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের, স্বাধিকারের ও শেষ পর্যন্ত জাতীয় স্বাধীনতা-পরবর্তীতে একই কায়দায় গণতন্ত্র ও আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক লড়াই, সংগ্রামের সমগ্র ইতিহাস ধারণ করে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এমনি এক ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক আনিস আলমগীর, দুঃখজনক হলেও সত্য, নির্লজ্জ জঘন্য সাম্প্রদায়িক অপতৎপরতায় লিপ্ত যা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়েরই ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে না, শিক্ষক পরিচয়ে পরিচিত হওয়ারই অযোগ্য। গত ২২ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে সরস্বতী পূজোর দিনে তিনি তাঁর ফেইজবুকে এক পোষ্টিং দেন। এতে তিনি লিখেছেন, 'সরস্বতী একমাত্র দেবী আমি যার প্রেমে পড়েছিলাম। ক্লাস নাইনে পড়াকালে স্কুলের পূজায় আমি তাকে প্রথম দেখি। রূপে এতো মুগ্ধ ছিলাম তার, বিদ্যা চাইতে ভুলে গেছি। আজও বিদ্যা চাইতে পারলাম না এই সর্বকালের সেরা সেক্সিদেবীর কাছে। সামনে গেলে আমি বিদ্যা চাওয়ার কথা ভুলে যাই, সব ভুলে যাই। সে কারণে না পেলাম বিদ্যা, না পেলাম তার সঙ্গে মিল খুঁজতে খুঁজতে বাস্তবের কোন সরস্বতীকেও।'

মূলতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বালখিল্যসুলভভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতি ক্ষুণ্নের মাধ্যমে সমাজে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির চক্রান্তের বদ্‌অভিপ্রায়ে এমনি একটি ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক পোষ্টিং দিতে পারেন তা ভাবতেও যে কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে নিঃসন্দেহে কষ্টের, দুঃখের। জেনে শুনে আনিস আলমগীর যে কাজটি করেছেন তা' সমাজবিধ্বংসীমূলক। কেননা, তা' শুধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে ক্ষুণ্ন করে না, মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনাকেও নিদারুণভাবে আহত ও বিপর্যস্ত করে।

এমনি এক পরিস্থিতিতে এ দেশের আড়াই কোটি ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে অনতিবিলম্বে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর কাজ (Pre-judicial act)- এ লিপ্ত হবার দায়ে, জনগণের ধর্মীয় অনুভূতি ক্ষুণ্নের দায়ে, ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনাকে আহত ও বিপর্যস্ত করার দায়ে আনিস আলমগীরকে অনতিবিলম্বে খণ্ডকালীন শিক্ষকের পদ থেকে চাকরিচ্যুতিসহ তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

স্মারকলিপি প্রদানকালে নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাজল দেবনাথ, জয়ন্ত সেন দীপু, মিলন কান্তি দত্ত, মনীন্দ্র কুমার নাথ, নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, পদ্মাবতী দেবী, বিপ্লব কুমার দে, দিপালী চক্রবর্তী ও গীতা বিশ্বাস।

ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছেও স্মারকলিপি

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্নের এবং মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনাকে আহত করার অপরাধে আনিস আলমগীরের চাকুরীচ্যুতির দাবিতে ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করেছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। তিনি ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়েরও খণ্ডকালীন শিক্ষক।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, আনিস আলমগীর নির্লজ্জ জঘন্য সাম্প্রদায়িক অপতৎপরতায় লিপ্ত যা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়েরই ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে না, শিক্ষক ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির পরিচয়ে পরিচিত হবারই তিনি অযোগ্য।

সাম্প্রদায়িক উস্কানির অভিযোগে তথ্য প্রযুক্তি আইনে মামলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট সুশান্ত কুমার বসু এ অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়, আসামী আনিস আলমগীর ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত হানার, রাষ্ট্র ও সমাজে আইন-শৃংখলার বিঘ্ন ঘটাবার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্নের এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানিদানের বদ্‌মতলবে মিথ্যাচার করে গত ২২ জানুয়ারি সরস্বতী পূজোর দিন তার ফেইসবুক আই.ডি-তে সরস্বতী দেবীকে 'যৌনতার প্রতীক' উল্লেখ করে অশ্লীল বক্তব্য প্রকাশ ও সম্প্রচার করেন।

একাত্তরের পরাজিত শক্তি মাথাচারা দিয়ে উঠছে

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

জড়িত এবং জনপ্রতিনিধি হয়েও যারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি আগামি নির্বাচনে তাদের মনোনয়ন না দেয়ার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। সমবেত নেতাকর্মীরা এই বক্তব্যের প্রতি দৃঢ়তার সাথে সমর্থন ব্যক্ত করেন।

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাড. সুকুমার চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে ও জেলা ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক দিলীপ গৌরের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক পদ্মাবতী দেবী ও সাগর হালদার, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক অংকুরজিৎ সাহা নব, সিরাজগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি আবু ইউসুফ সূর্য, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি কে এম হোসেন আলী হাসান, বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাড. বিমল কুমার দাস, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি স্বপন কুমার রায়, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার গাজী সোহরাব আলী সরকার, সিরাজগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি হেলাল উদ্দিন প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সদস্য সচিব রোটারিয়ান নরেশ চন্দ্র ভৌমিক।

সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে কাউন্সিলরদের মতামতের ভিত্তিতে কমিটি গঠিত হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাড. সুকুমার চন্দ্র দাস-কে সভাপতি এবং রোটারিয়ান নরেশ চন্দ্র ভৌমিক-কে সাধারণ সম্পদক করে কমিটির ৫ সদস্যের নাম ঘোষণা করা হয়। কমিটিতে অন্যান্য পদে রয়েছেন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য বিজয় দত্ত অলোক, সাংগঠনিক সম্পাদক আদিবাসী নেতা পরেশ চন্দ্র মাহাতো এবং কোষাধ্যক্ষ শ্যামল সাহা।

ঐক্য পরিষদ লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার

॥ লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি ॥

গত ৩০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে ৭ দফা ও ৫ দফার আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সম্মেলনে বলা হয়, আগামি নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে দাবি জানাতে হবে।

লক্ষ্মীপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন লক্ষ্মীপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোহাম্মদ শাহজাহান। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। প্রধান বক্তা ও বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ ও লক্ষ্মীপুর পৌরসভার মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা এম.এ তাহের।

ঐক্য পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এ্যাড. প্রিয় রঞ্জন দত্ত, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্য এ্যাড. জহর লাল ভৌমিক, লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার সভাপতি শংকর মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক স্বপন চন্দ্র দেবনাথ, বাংলাদেশ আইনজীবী ঐক্য পরিষদ, লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার সভাপতি এ্যাড. প্রিয় লাল নাথ, বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদ লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার সভাপতি শিমুল সাহা, লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক রাধেশ্যাম পাল, লক্ষ্মীপুর জেলা কমিটির সহ-সভাপতি বিজন বর্ধন, মুক্তিযোদ্ধা কাজল দাস এবং উপজেলাসমূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন লক্ষ্মীপুর জেলা কমিটির সভাপতি এ্যাড. রতন লাল ভৌমিক।

কাউন্সিল অধিবেশনে বিষয় নির্ধারণী কমিটি গঠনের মাধ্যমে নতুন কমিটির সভাপতি স্বপন চন্দ্র দেবনাথ ও সাংগঠনিক সম্পাদক গৌতম মজুমদারের নাম ঘোষণা করা হয়। কাউন্সিল অধিবেশনে উপস্থিত সকল সদস্যগণ হাততুলে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। সিদ্ধান্ত হয় যে, কমিটির অন্যান্য সদস্যদের চূড়ান্ত তালিকা কেন্দ্রীয় কমিটিতে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে।

ঐক্য পরিষদ লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্টজনেরা ছবি: পরিষদ বার্তা

১২ জানুয়ারি বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদসহ ১৯টি ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সংগঠন আহুত জাতীয় সংখ্যালঘু কনভেনশনে এ্যাড. রানা দাশগুপ্তের স্বাগত বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ

মাননীয় সভাপতি, সমবেত সুধীমণ্ডলী, ভাই ও বোনেরা,

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদসহ ১৯টি ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক স্বাগত জানাই।

আজ এমন একটি সময়ে এ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন বিদ্যমান রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতিতে এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। সরকারী চাকরী-বাকরীতে নিয়োগ, পদোন্নতিতে বিগত বছরগুলোতে বেশ খানিকটা ইতিবাচক অগ্রগতি ঘটলেও পূর্বেকার মতো একটানা সাম্প্রদায়িক হামলা, নির্যাতন, ভয়-ভীতি, হুমকি, জমি জবরদখল এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে হত্যা তাদেরকে দিশেহারা ও নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে। দেশত্যাগের প্রবণতা আবার দেখা দিয়েছে, অনেকে ইতোমধ্যে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ডঃ আবুল বারাকাতের গবেষণাগ্রন্থ 'বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি'-র ভাষ্যমতে ১৯৬৪ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বিগত ৫ দশকে আনুমানিক ১ কোট ১৩ লক্ষ লোক নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন অর্থাৎ গড়ে বছরে বাধ্য হয়ে দেশান্তরিত হয়েছেন আনুমানিক ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৬১২ জন। তাঁর মতে, 'এ নিরুদ্দেশ প্রক্রিয়ার প্রবণতা বজায় থাকলে এখন থেকে দু' তিন দশক পরে এদেশে সংখ্যালঘু মানুষ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। মনুষ্য 'বঞ্চনা'র অথবা মানুষের 'হারিয়ে যাওয়া'র অথবা মানুষের বাস্পীভূত অথবা extermination-র চেয়ে ভয়ঙ্কর রূপ আর কি হতে পারে?'

প্রিয় অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ,

পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' প্রতিস্থাপিত হয়েছে ঠিক তবে রাষ্ট্র ও রাজনীতির চর্চায় এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন দৃশ্যমান নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক সদিচ্ছায় বিগত ৭ দশকের বৈষম্যমূলক কালাকানুন শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন বাতিল হয়ে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন' সংসদে গৃহীত হলেও মহলবিশেষ ও আমলাতান্ত্রিক চক্রান্ত এর বাস্তবায়নে বাধার প্রাচীর তৈরী করে চলেছে, ভুক্তভোগী মালিকদের নিদারুণভাবে হয়রানি পূর্বেকার মতো-ই অব্যাহত রয়েছে। সুদীর্ঘ দু'দশক আগে সম্পাদিত পার্বত্য শান্তিচুক্তি আজো অবাস্তবায়িত থাকায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিদারুণ ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে। পার্বত্য ভূমিবিরোধের অবসানে আজো কোন কার্যকর উদ্যোগ নেই। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের সাম্প্রদায়িকীকরণ তৃণমূলে ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারে জোরালো ভূমিকা পালন করছে। রাজনৈতিক স্বার্থে, গোষ্ঠীস্বার্থে ধর্মের অপব্যবহার বা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সাথে রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মেলবন্ধন মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা থেকে গোটা দেশ ও জাতিকে অনেক দূরে ঠেলে দিচেছ। এরই সুযোগ নিয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তি ও গোষ্ঠী নানান নামের সংগঠনের ব্যানারে একদিকে সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগে বাধ্য করার কু-অভিপ্রায়ে ভুয়া ফেইসবুক আইডি ব্যবহার করে ইসলাম ধর্ম ও মহানবী (সাঃ)কে কটাক্ষের মিথ্যা অভিযোগ তুলে প্রশাসনের নাকের ডগায় সংখ্যালঘু ও আদিবাসী অধ্যুষিত পল্লীতে হামলা চালাচ্ছে, অন্যদিকে মুক্তবুদ্ধির ও মুক্তচিন্তার অসাম্প্রদায়িক কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করার জন্যে শুধুমাত্র সুলতানা কামালের মতো মানবাধিকার কর্মী-কবি-সাহিত্যিকদের নয়, গত বেশ কয়েকদিন ধরে ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্তেরও অব্যাহতভাবে ফাঁসির দাবি জানিয়ে আসছে। দুঃখজনক হলো, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্নে লিপ্ত এ সব চক্রান্তকারীরা রহস্যজনক কারণে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। এমনি এক পরিস্থিতিতে চলতি বছর 'নির্বাচনী বছর' হিসেবে এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী অতিক্রান্ত করতে চলেছে।

প্রিয় সুধী,

আমরা সবাই জানি, ১৯৭৫-র ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্রকে আমূল পাল্টিয়ে দিয়ে শুধু সংবিধানকে সাম্প্রদায়িকীকরণ করা নয়, রাষ্ট্রধর্মের সংযোজন ঘটিয়ে জাতীয় ঐক্য বিনষ্টের মাধ্যমে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করে পাহাড়ে-সমতলে 'সংখ্যালঘু নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া' শুরু হয়। এ প্রক্রিয়ার সূচনায় শহীদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা আন্দোলন শুরু করেন, হাতে অস্ত্র তুলে ধরতেও তাঁরা বাধ্য হন। এরই ধারাবাহিকতায় তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে দেশের ২২ জন বিশিষ্ট সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী ১৯৭৯ সালের ১৮ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে মর্যাদা সহকারে পুণঃসংযোজন করা হোক; শত্রু (অর্পিত ও অনিবাসী) সম্পত্তি আইন অবিলম্বে বাতিল করে অন্যায় ও অবৈধভাবে দখলকৃত সকল সম্পত্তি বাংলাদেশী মালিক ও শরীকদের ফেরত দেয়া হোক; অন্যায় ও অবৈধভাবে দখলকৃত রমনা কালীবাড়ী ও পূর্ববঙ্গ সরস্বত সমাজসহ দেশের অসংখ্য দেবমন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তি অবিলম্বে ফেরত দেয়া হোক; চাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, বৃত্তি প্রদান ইত্যাদির ব্যাপারে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক বৈষম্য বন্ধ করা হোক; সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক প্রচারণা ও আমলাতান্ত্রিক হয়রানী বন্ধ করা হোক। এতে সই করেছিলেন- বিশিষ্ট আইনজীবী এস আর পাল, বীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, সুধাংশু শেখর হালদার, গৌরগোপাল সাহা, লাফন্ড গোমেজ, বিজন কুমার দাশ, মলয় রায়, ব্যারিস্টার সুধীর চন্দ্র দাশ, ব্যারিস্টার নিখিলেশ দত্ত, অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ শান্তি রঞ্জন কর্মকার, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি সেক্রেটারী কে.বি. রায় চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর, ডঃ এ কে রায়, ডঃ দুর্গাদাশ ভট্টাচার্য, ডঃ রংগলাল সেন, শান্তি নারায়ণ ঘোষ, নিমচন্দ্র ভৌমিক, সাংবাদিক জীবন চৌধুরী, বিমান ভট্টাচার্য, এস বি বড়ুয়া, চাটার্ড একাউন্টেন্ট অনিল চন্দ্র নাথ ও লিটল ফ্লাওয়ারস স্কুলের অধ্যক্ষ আর বি সাহা। এর বছরখানেকের মাথায় অ-মানবিক কালাকানুন শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন বাতিলের দাবী নিয়ে ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রামে স্থানীয়ভাবে মানবাধিকার আন্দোলনের সূচনা হয়। এর দু'মাসের মাথায় বিচারপতি দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সারা দেশে তা' জাতীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। এ আন্দোলন চলমান থাকাবস্থায় ১৯৮৮ সালের ২০ মে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সংবিধানে সংযোজনের উদ্যোগ নেয়া হলে এরই প্রতিবাদে গড়ে উঠে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ তার ৭ দফা দাবি নিয়ে। এসব দাবির মধ্যে ছিল-রাষ্ট্রধর্ম সংক্রান্ত সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী বাতিল; মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির আলোকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষ, বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পুণঃপ্রতিষ্ঠা; প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিভাগ, সরকারি প্রশাসন, সরকারনিয়ন্ত্রিত সকল বৈষয়িক ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সম-অধিকার প্রদান; উপজাতীয় সম্প্রদায়ের লোকদের নিজ নিজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বজায় রাখার অধিকারসহ সর্বপ্রকার ন্যায়সংগত অধিকার প্রদান; কুখ্যাত অর্পিত(শত্রু) সম্পত্তি আইন বাতিল, তথাকথিত স্বাধীন বঙ্গভূমির অজুহাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন ও হয়রানির অবসান; সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদিতাকে প্রতিরোধ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা সংবিধানে অর্ন্তভুক্তি, সংশোধিত প্রস্তাবনার স্থলে মূল প্রস্তাবনা প্রতিস্থাপন এবং বাতিলকৃত মূল ১২ নম্বর অনুচ্ছেদ পুনরায় সংযোজন। যদি সংবিধানের প্রস্তাবনার শিরোনামে কোন ধর্মীয় বিধান বিবৃত করতে হয় তাহলে সর্বধর্মগ্রাহ্য 'পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে আরম্ভ করিলাম' সংযোজন। মুক্তিযুদ্ধের ৪নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত বীরউত্তম আজো এ সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। প্রতিষ্ঠাকালীন অন্য দু'জন সভাপতি ছিলেন ভদন্ত বোধিপাল মহাথেরো ও টি ডি রোজারিও।

সমবেত সুধীমন্ডলী,

এরই মধ্যে বিগত দু'শকে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে আরো বেশ কয়েকটি সংগঠন জন্ম নিয়েছে স্ব স্ব ধর্মের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিপন্নের হাত থেকে রক্ষার অভিপ্রায়ে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এসব সংগঠনকে সংগঠিত করে জাতীয় পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘু ঐক্য মোর্চা গঠনে উদ্যোগ নেয়। বিগত সাত দশকে সর্বপ্রথম অস্তিত্ব রক্ষার প্রত্যয়ে এবং সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কর্তৃক ২০১৫ সালের ৪ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যোনে আয়োজিত মহাসমাবেশে জাতীয় ঐকমত্যের দাবিনামা হিসেবে ৭-দফা গৃহীত হয় যাতে ঐক্য পরিষদ ছাড়াও ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সই রয়েছে। ৭-দফা দাবিনামার মধ্যে রয়েছে- ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বশীলতা; সাংবিধানিক বৈষম্য বিলোপকরণ; সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা; স্বার্থবান্ধব আইন বাস্তবায়ন ও প্রণয়ন; শিক্ষাব্যস্থার বৈষম্য নিরসন; দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ; মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ। এ দাবিনামা প্রণয়নে অন্যান্যের মধ্যে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন- এ্যাডভোকেট সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এমপি (প্রয়াত), কমরেড অজয় রায় (প্রয়াত), জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা), পংকজ ভট্টাচার্য, ডঃ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

মান্যবর অতিথিবৃন্দ,

গত ৯ এপ্রিল ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আয়োজিত বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জাতীয় সম্মেলনের কাউন্সিল অধিবেশনে আগামি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে যে ৫-দফা দাবি গৃহীত হয় তা ১৯টি ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ সংগঠন ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটি সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেছে। এ দাবিনামার মধ্যে রয়েছে (ক) কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট আগামি সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে এমন কাউকে মনোনয়ন দেবেন না যারা অতীতে বা বর্তমানে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে বা রাজনৈতিক নেতৃত্বে থেকে সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী, স্বার্থবিরোধী কোনোপ্রকার কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে জড়িত ছিলেন বা আছেন। এমন কাউকে নির্বাচনে প্রার্থী দেয়া হলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সে সব নির্বাচনী এলাকায় তাদের ভোটদানে বিরত থাকবে বা ভোট বর্জন করবে; (খ) যে রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রাণের দাবি ঐতিহাসিক ৭-দফার পক্ষে নির্বাচনী অঙ্গীকার ঘোষণা করবে এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিতকরণে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবে সে দল বা জোটের প্রতি সংখ্যালঘুদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে; (গ) আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণসহ জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংসদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহকে দায়িত্ব নিতে হবে; (ঘ) নির্বাচনের পূর্বাপর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, প্যাগোডাসহ ধর্মীয় সকল উপাসনালয়কে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার, নির্বাচনী সভাসমূহে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদান বা কোনোরূপ প্রচার নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি তা ভঙ্গের দায়ে সরাসরি প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিলসহ অন্যুন তাকে এক বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রেখে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী আইনের যুগোপযোগী সংস্কার করতে হবে; নির্বাচনের পূর্বেই সরকারকে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন, বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন এবং পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইনের বাস্তবায়নসহ পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে।

প্রিয় সুধী,

এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সুদীর্ঘ চার দশকের উর্ধকালীন ধারাবাহিক আন্দোলনে বেশ খানিকটা ইতিবাচক অগ্রগতিও ঘটেছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, দানপত্র দলিল সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিবন্ধন বিরাজিত বৈষম্যের অবসান ঘটেছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে ও সংসদসহ জনপ্রতিনিধিত্বশীল নানান প্রতিষ্ঠানে অংশীদারিত্ব ও প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে খানিকটা ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পার্লামেন্টে গৃহীত হয়েছে, রমনা কালীবাড়ী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রাষ্ট্রীয় মৌলনীতি হিসেবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সংবিধানে পনঃসংযোজিত হয়েছে, সংবিধানের প্রস্তাবনার উপরিভাগে সর্বধর্মগ্রাহ্য 'পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে' সংযোজিত হয়েছে, সরকারী প্রশাসন, সরকার নিয়ন্ত্রিত সকল প্রতিষ্ঠানসহ সর্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় কর্মসংস্থান ও রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে এবং শিল্প-বাণিজ্যসহ জীবনের সকল বৈষয়িক ক্ষেত্রে পূর্বেকার পর্বতপ্রমাণ বৈষম্যের খানিকটা অবসান ঘটেছে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা থেকে সংখ্যালঘু, আদিবাসীরা এখনো যোজন দূরে দাঁড়িয়ে। পার্বত্য শান্তিচুক্তি ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের আজো বাস্তবায়ন ঘটেনি। তৃণমূলে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদিতা তাদেরকে নিরাপত্তাহীন করে রেখেছে। আগেই বলেছি, এরা অস্তিত্বের সংকট পড়েছে।

অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ,

বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতির ইতিহাস নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় ষ্টেট ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক আলী রিয়াজ; Bangladesh: A Political History Since Independence নামে প্রকাশিত এক গবেষণাগ্রন্থে (প্রকাশক আইবি টরিস লন্ডন, নিউইয়র্ক) তিনি এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রথম ৪২ বছরে দেশটির রাজনৈতিক দৃশ্যপট তিনটি আঙ্গিকে ডানপন্থার দিকে ঝুঁকছে। প্রথমত, নতুন নতুন রক্ষনশীল দলের জন্ম হয়েছে, দ্বিতীয়ত, বামপন্থী দলগুলো ক্রমেই দুর্বল হয়েছে এবং তৃতীয়ত, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে রক্ষণশীল নীতি গ্রহণ করছে। তাঁর মূল্যায়নে বাংলাদেশে এখন যে ব্যবস্থা চলছে তা হচ্ছে দোঁ-আশলা গণতন্ত্র, ইংরেজীতে 'হাইব্রীড ডেমোক্রেসি'। সেই গণতন্ত্রে দ্বি-দলীয় নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর প্রভাব যে বাড়বে তাতে আর বিস্ময় কি?

এমনি এক পরিস্থিতিতে গত ২৯ নভেম্বর, ২০১৭ থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে জাতিসংঘের Prevention of Genocide Office আয়োজিত Fostering On Inclusive Society in South Asia শীর্ষক দু'দিনব্যাপী বৈঠকের প্রথম দিন স্থানীয় এক হোটেলে এর উদ্বোধনী ভাষণে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারী জেনারেল আদাম দিয়েন নানান কথার মধ্যে বলেছেন, 'বাংলাদেশসহ এ পৃষ্ঠা: ৭

জাতীয় সংখ্যালঘু কনভেনশনে বক্তারা যা বলেছেন

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ঃ আজকের এই দিনটি একটি বিশেষ দিন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঘুরে দাঁড়ানোর দিন বলে মনে করি। আমরা, সংখ্যালঘু নই। সমঅধিকার সম-মর্যাদার নাগরিক। সংখ্যায় কম হতে পারি। তবে অন্য কোন অর্থেই নয়। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেছেন, অন্য বিকল্প নেই বলে সংখ্যালঘু বলতে বাধ্য হচ্ছি। পোপের অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন। এই সভাকে আমি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের সভা বলে মনে করি। নির্বাচন উৎসব, তবে আমাদের জন্য উৎকণ্ঠার। কিন্তু কেন? রাজনৈতিক বক্তব্য উচ্চ পর্যায় হতে যা আসে তার সাথে মাঠ পর্যায়ের যোজন দূরত্ব। অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে নির্বাচনের আগেই জোর দাবি থাকতে হবে এবং বলতে হবে, বর্তমান সরকারের এ বিষয়ে সকল প্রচেষ্টা ম্লান হয়ে যাবে। নির্বাচনী এলাকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অন্তত ৮০টি আসনে সংখ্যালঘু নিয়ামক শক্তি। এটার প্রয়োগের কথা আপনারা ভাবতে পারেন। আমরা যদি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে ভোট দিতে পারি তবে সংখ্যালঘুদের কেন সংখ্যালঘু অঞ্চল হতেই দাঁড়াতে হবে? কেন সংখ্যাগুরুরা আমাদের ভোট দেবেন না ? নির্বাচনকালীন, নির্বাচনের দিন এবং নির্বাচনের পরও আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ইন্টারনেট অপপ্রচার রুখতে হবে। সংখ্যালঘুরা যেন নির্বাচন বয়কট না করে তাও রাজনীতিকদের ভাবতে হবে। আজকের সভা যদি রাজনীতিকদের স্পষ্ট বার্তা দিতে পারে, তবেই আমরা সফল।

সাবেক ডিআইজি সত্যরঞ্জন বাড়ৈ ঃ রমনা কালীবাড়ী অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আজ যথাযথ মর্যাদায় মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। সবাইকে সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে। ভারত সরকার সাহায্য দিচ্ছে, আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।

কর্নেল (অব.) নিরঞ্জন ভট্টাচার্য ঃ একটি দেশে ৯০ শতাংশ লোক যদি ১০ শতাংশের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন তবে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ কিভাবে হবে? মুক্তিযুদ্ধের সময়তো এমন ছিল না।

সাবেক সচিব হীরালাল বালা ঃ ধর্মান্ধতা থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। এটি সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু সবার জন্যই প্রযোজ্য।

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব পীযুষ বন্দোপাধ্যায় ঃ রাজনীতির কারণে ধর্মের অনুদার দিকটাই আজ উঠে আসছে এবং সমাজ ক্রমশ কলুষিত হচ্ছে। ধর্মের উগ্রতার চর্চা নয়–সৃজনশীলতার চর্চা করতে হবে। আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। মহালয়ার চাঁদ এবং ঈদের চাঁদ এক এটা বোঝাতে হবে।

ড. সুকোমল বড়ুয়া ঃ সকলকে একত্রিত করার এই প্রয়াস মাইলফলক হয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। সংখ্যালঘুদের এই বলয় আমাদের আগামিদিনের পথ-নির্দেশ করবে। রাজনীতিকদের নতুন বার্তা দেবে। সবার ট্যাক্স সমান। সকল বিষয়ে আমি সমান, তবে অধিকারের ক্ষেত্রে কেন বৈষম্য করা হবে?

পংকজ দেবনাথ এমপি ঃ আগামি নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের এই ঐক্য কী ভূমিকা রাখবে সেটাও ভাবতে হবে। আমরা রাজনৈতিক দলের মত বিভক্ত থাকব কেন? আমি আওয়ামী লীগ করি, আমার দলের কথাই বলব। গৌতমদা তার রাজনৈতিক দলের কথাই বলবে। তবে আমরা কি বিভক্ত থাকব নাকি আমাদের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ থাকব? দেবপ্রিয়দার কথার প্রতিধ্বনি করে বলতে চাই ভিত্তিটা হতে হবে বাংলাদেশ, আমি সংযোজন করতে চাই মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ।

রেমন্ড আরেঙ ঃ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চাই। নিঃসংশয়ে ভোট দিতে চাই। ছবি বিশ্বাসের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা ভয়ংকর। বলা হয়েছিল আপনারা কি মন্দিরে ভোট দেবেন নাকি মসজিদে ভোট দেবেন? এ অবস্থা থেকে রাষ্ট্রকে বেড়িয়ে আসতে হবে। নির্বাচনে ধর্মের ব্যবহার থাকতে পারে না।

বিজন কান্তি সরকার ঃ ৭ দফা এবং ৫ দফার সাথে আমরা একমত। আপনাদেরকে সাথে নিয়ে আমার দলের মধ্যে কাজ করব। মাননীয় দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে অবহিত করব।

মনোরঞ্জন শীল গোপাল এমপি ঃ ৭ দফা বিষয়ে আওয়ামী লীগকে এগিয়ে আসতে হবে। যারা প্রগতির কথা বলে সংখ্যালঘুর জমি দখল করে তারা জামায়াত থেকেও খারাপ আমি এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। গৌতমদা এবং সুনীল শুভদাকেও বলতে চাই, আমার বাড়ি আপনাদের বাড়ি কাউকেই রেহাই দেবে না। আমরা সবাই এক, এটাই বলতে চাই।

ক্যাপ্টেন (অব.) শচীন কর্মকার ঃ সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের বাধ্য করতে পারে না। প্রগতিশীল রাজনীতির সাথেই আমাদের থাকতে হবে। স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের অবদান ৮০ শতাংশ। সুতরাং লভ্যাংশও সেইভাবে দেখতে চাই। আওয়ামী লীগকে এটা ভাবতে হবে। অর্পিত সম্পত্তি ফেরত দিতে না পারলে ক্ষতিগ্রস্তদের সরকার ৩ গুণ মূল্য দিক, কারণ সরকার ফেরত দিতে পারবে না।

সাধন মজুমদার এমপি ঃ একটি কথা মনে রাখতে হবে, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের সাথে চলা যাবে না। ৭ দফার সঙ্গে একশ ভাগ একমত, তবে ৫ দফা বিষয়ে বর্তমান সরকারের সাথে বসা দরকার। আলোচনা দরকার আমার এলাকায় ৯ শতাংশ সংখ্যালঘু, আমি জিতে আসছি। সুতরাং সংখ্যালঘুদেরকেও নিজের পায়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে এলাকায় কাজ করতে হবে। রাজনীতিতে আসতে হবে।

সুনীল শুভ রায় ঃ ৭ দফা ৫ দফা নিয়ে আমাদের দলের চেয়ারম্যানের সাথে আপনারা কথা বলেছেন। আমাদের দল ইতিমধ্যেই আমাদের অবস্থান প্রকাশ করেছে, সংবাদ মাধ্যমেও এসেছে। আমাদের দল সংখ্যালঘু বিষয়ে আন্তরিক। আমরা এই বিষয়ে কাজ করছি, করে যাব। আমার দলের মধ্যে আমি সংখ্যালঘু সমস্যা তুলে ধরছি। সফলও হচ্ছি। অন্য দলের নেতাদেরও বলব, একইভাবে কাজ করতে। তবেই সকল রাজনৈতিক অঙ্গণেও দূরত্ব কমে আসবে। সংখ্যালঘু সমস্যা কমে আসবে। তবে শেষ কথা, আমি আপনাদের সাথে আছি। একজন সাধারণ সদস্য হিসেবেও কাজ করতে চাই।

ছাত্রনেতা বাপ্যাদিত্য বসু ঃ আমাদের সবচেয়ে বড় সংকট রাষ্ট্র ধর্ম, এখানে সবাই আছেন যারা রাষ্ট্র ধর্ম আনলেন এবং রাখছেন। এটা মাথায় রাখতে হবে ঐক্যের ভূমিকায়–কাকে কতটুকু পাবো সংকটের সময়। আপোষের রাজনীতি চলছে। আমরা সত্যিই অসহায়।

ছাত্রনেতা মানবেন্দ্র দেব ঃ আমি নিজেকে সংখ্যালঘু দাবি করি না, তবে আমাকে সংখ্যালঘু বানানো হচ্ছে। পাঠ্যপুস্তকে ১৭টি লেখা বাদ দেয়া হল কিন্তু কি কি যোগ হলো তা নিয়ে ভাবছি না। আজ রাজনৈতিক দলগুলো মুক্তিযুদ্ধ হতে যোজন দূরে সরে এসেছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা। আজকের সংবিধান প্রমাণ করে, মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ আজ ভূ-লুণ্ঠিত। বাংলাদেশ ক্রমশ অমুসলিম বর্জিত বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে চলেছে। তাই এখনই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অমুসলিম নিঃশেষ প্রায়। এখনই এবং এখনই আসুন ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পরি। আমি এখানে তারুণ্যের সংকটও দেখতে পারছি।

বিএনপি নেতা জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু ঃ আমি বাংলাদেশ কল্যাণ ফ্রন্টকে নিয়ে ১৯টি সংগঠনের সাথে যোগদান করতে চাই। গৌতমদার নেতৃত্বে এই সংগঠনকে আপনাদের সাথে নিন এই দাবি জানাচ্ছি। ৭ ও ৫ দফার সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে একমত। সংখ্যালঘুদের স্বার্থবিরোধী কারো সাথে আমরা নেই। আমার দল কাজ করছে। আরও এগিয়ে নেব, দলের মধ্যে, সমাজের মধ্যে এই অঙ্গীকার রাখছি।

অধ্যাপক অসীম বড়ুয়া ঃ ৭ ও ৫ দফার সঙ্গে ঐকমত্য ঘোষণা করছি।

হ্যাপি বড়াল এমপি ঃ ৭ ও ৫ দফার সাথে একমত। দেশত্যাগ সমাধান নয়। দেশে থেকেই লড়তে হবে।

অধ্যাপক রঞ্জিত কুমার নাথ ঃ ঐক্য পরিষদের নেতৃত্বে সংখ্যালঘুদের এগিয়ে যেতে হবে।

সঙ্গীতশিল্পী মনোরঞ্জন ঘোষাল ঃ আর কথা নয়, সময় অনেক গড়িয়ে গেছে। আসুন চূড়ান্ত আন্দোলনে নেমে পড়ি।

খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্মল রোজারিও ঃ আমাদের রাজনীতি করতে হবে। প্রতিটি নীতিনির্ধারণ পর্যায়ে আমাদের অংশগ্রহণ করতে হবে। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, বিএনপি কখনই সংসদে আমাদের কথা বলবে না। আমাদের কথা আমাদেরকেই বলতে হবে। সংসদে অন্তত ৬০টি আসনে গিয়ে আমাদের কথা বলতে হবে।

প্রিয়া সাহা ঃ আমি যে দলকে ভোট দেব সেই দলের কাছে আমার অংশিদারিত্ব চাই। ১৩ শতাংশ ভোট প্রাপ্তি, সকল বিষয়ে ১৩ শতাংশ দিতে হবে সংসদ সহ সকল স্তরে।

ছবি বিশ্বাস এমপি ঃ ৭ দফার পক্ষে আমি আমার দলের ভেতরে কথা বলবো।

ঐক্য ন্যাপ সভাপতি পংকজ ভট্টাচার্য ঃ ১৯টি সংগঠনকে আরও জোরদার করতে হবে, ধরে রাখতে হবে। রাজনীতি রাজনীতিবিদদের হাতে নেই এটা মাথায় রাখতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ ৪৭ বছর পর আজ কার হাতে গেছে? মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজ সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত। দেশ ছিটকে পড়েছে এই চেতনা হতে। মাঠের লড়াই ছাড়া এগুতে পারব না। আমাদের লড়াই শুধু সম অধিকার, আমাদের দাবীর জন্য নয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফিরিয়ে আনতেও লড়তে হবে। নইলে বাংলাদেশ হারিয়ে যাবে আমরাও হারিয়ে যাব।

বিএনপি নেতা গৌতম চক্রবর্তী ঃ সকল মত পথকে একত্রিত করতে এক মঞ্চে আনার জন্য ধন্যবাদ। কল্যাণ ফ্রন্টের হয়ে আপনাদের সাথে এক হয়ে কাজ করতে চাই। যে যে পথেই থাকি সংখ্যালঘুদের স্বার্থে আমরা সবাই এক হয়ে এগিয়ে যাব এই অঙ্গীকার করছি। এক মঞ্চে একত্রে থাকতে চাই। থাকব। দলের মধ্যে কাজ করব, আপনাদের কাছে আমরা অঙ্গীকার করছি, আমরা এই ঐক্য প্রক্রিয়ার সাথে আছি।

অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক ঃ সমাজকে এবং রাজনীতিকে অসাম্প্রদায়িক করতে না পারলে বেশীদূর এগুনো যাবে না।

অধ্যাপক ড. দুর্গাদাশ ভট্টাচার্য ঃ ৭ দফা সংখ্যাঘুদের জন্য একটি নির্দেশিকা। স্বাগত বক্তব্যটি একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে জায়গা করে নেবে। সকল ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম করতে হবে। নির্বাচনে কি করব, কোন দলকে সমর্থন করব তা গভীরভাবে ভাবতে হবে। প্রশ্নের উত্তর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দলকে ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

উষাতন তালুকদার এম.পি ঃ আমাদের বড় অর্জন আমরা আজ সবাইকে একত্রিত করতে পেরেছি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ শুধু আমাদের দায়িত্ব নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের মত আমরা শুধু দিয়েই যাব এটা হতে পারে না। পাহাড়িদের অবস্থা তো আরও ভয়াবহ। আসুন সমতল ও পাহাড়ি এক হয়ে আমাদের দাবি বাস্তবায়ন করি।

এই বড় আয়োজনে দলমত নির্বিশেষে সবাই অংশ গ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান **ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়**।

সাভারে দখল, দূষণ ও জমি নিয়ে হয়রানির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

পরিবেশদূষণ, অপরিকল্পিত নগরায়ন, কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নামে এলাকার জনগণকে জমি নিয়ে হয়রানি, মাদকের ভয়াবহতা ও খাল দখলের প্রতিবাদে ঢাকার সাভারে মানববন্ধন, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে এলাকাবাসী। গত ২৭ জানুয়ারি সাভার পৌরসভার পূর্ব রাজশনস্থ পলুর মার্কেটে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে অংশ নেন শতশত গ্রাম ও পৌরসভাবাসী। 'পরিবেশ বাঁচাও, এলাকা বাঁচাও' স্লোগানে সাভার-বিরুলিয়া উন্নয়ন পরিষদ, পৈত্রিক ভিটেমাটি রক্ষা সংগ্রাম কমিটি, সাভার ওয়াইএমসিএ, ধরেন্ডা মিশন তরুণ সংঘ, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন, সাভার পৌরসভা শাখা, সাভার ইউনিয়ন শাখা, বিরুলিয়া ইউনিয়ন শাখা, বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদের সাভার থানা শাখা-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে নারী-পুরুষ সবাই অংশ নেন।

পরিবেশ দূষণ, অপরিকল্পিত নগরায়ন, কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর হয়রানি ও মাদক দ্রব্যের ভয়াবহতার প্রতিবাদে সাভারে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল। ছবি: পরিষদ বার্তা

এ সময় বক্তারা বলেন, সাভার উপজেলার বিরুলিয়া ইউনিয়ন, সাভার ইউনিয়ন এবং সাভার পৌরসভার পূর্বাংশ একটি অবহেলিত জনপদ। জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী এখানে রাস্তাঘাট, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, পয়ঃনিস্কাশনসহ ময়লা-আবর্জনা ফেলার নির্ধারিত স্থানের ব্যবস্থা হয়নি। এলাকার পানি নিস্কাশনের জন্য সাভার ডেইরি ফার্ম থেকে ধরেন্ডা গির্জা হয়ে বিল ভাগিল পর্যন্ত প্রবাহিত একমাত্র সরকারি খালটি দখল ও ভরাট হয়ে যাচ্ছে। তাই অবিলম্বে খালটি দখলমুক্ত করে পুনর্খনন করা হোক।

সভার-বিরুলিয়া উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য নির্মল রোজারিও বলেন, শতবর্ষ আগে ঢাকার নবাবদের কাছ থেকে বৈধ কাগজের মাধ্যমে মালিকানাপ্রাপ্ত হয়ে নিজেদের নামে এসএ ও আরএস রেকর্ড থাকা সত্বেও কথিত অস্তিত্বহীন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নামে হয়রানি, অবৈধভাবে লিজ প্রদান ও খাজনা-খারিজে ঝামেলা করার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাই আমরা। কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের মহাসচিব ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক হেমন্ত আই কোড়াইয়া, সাভার পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো. সেলিম মিয়া, পৈত্রিক ভিটেমাটি রক্ষা সংগ্রাম কমিটির সভাপতি মোঃ আব্দুস সামাদ মোল্লা, সাভার বিরুলিয়া উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রভাত ডি' রোজারিও, সাভার ওয়াইএমসিএ-এর সভাপতি তপন টমাস রোজারিও, পৃষ্ঠা ৬

পাবনায় ঐক্য পরিষদের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক ছবি : পরিষদ বার্তা

পাবনায় ঐক্য পরিষদের সমাবেশ

সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতনে জড়িতদের মনোনয়ন না দেয়ার দাবি

॥ পাবনা প্রতিনিধি ॥

পাবনায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সমাবেশে কোন রাজনৈতিক দল বা জোট আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অতীতে কিংবা সাম্প্রতিক সময়ে সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত কাউকে মনোনয়ন দিলে সংখ্যালঘুরা ভোটদানে বিরত থাকবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়েছে।

গত ২৭ জানুয়ারি মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বকুল পৌর মিলনায়তনে (মুক্তমঞ্চ) অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ এমপি। সভার শুরুতে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ও ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ পাবনা জেলা শাখার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা চন্দন কুমার চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রলয় চাকীর সঞ্চালনায় সমাবেশে প্রধান বক্তার বক্তব্য দেন সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক প্রিন্স। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন সংসদ সদস্য শামসুল হক টুকু, সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান রেজাউল রহিম লাল, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক রাষ্ট্রদূত ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক । এছাড়া সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোশারফ হোসেন, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সমাজসেবা সম্পাদক নিহার কাঞ্চন হালদার, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ পাবনা জেলা শাখার সহ-সভাপতি বিজয় ভূষণ রায়, প্রবীর সাহা, প্রভাষ চন্দ্র ঘোষ দুখু, সাধারণ সম্পাদক সৌমেন সাহা ভানু, সাংগঠনিক সম্পাদক দেবাশীষ দে, প্রচার সম্পাদক আশিষ বসাক, পরিষদের সদর উপজেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শ্যামল দেবনাথ, সাধারণ সম্পাদক গোপাল চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত প্রতিনিধিরা শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন।

প্রধান অতিথি ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ এমপি তাঁর বক্তব্যে বলেন, অসাম্প্রদায়িক চেতনার দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার কোন সুযোগ দেয় না। পাকিস্তান সরকার এদেশে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপণ করে যেতে চেয়েছিল। তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি নামে অভিহিত করেছিল। কিন্তু জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ ধরনের ঘৃণ্য নাম শত্রু সম্পত্তি পরিবর্তন করে অর্পিত সম্পত্তি বা ভেস্টেড প্রপার্টি হিসেবে নামকরণ করেছিলেন। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধে সকল ধর্ম, সকল বর্ণের মানুষের অংশগ্রহণ ছিলো। সকলের রক্তের স্রোতধারায় আজকের বাংলাদেশ। ফলে সকলে মিলে এদেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।

সমাবেশে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে পরিষদের জেলা নেতৃবৃন্দ মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টিগোচর করতে বেশ কয়েকটি দাবি তুলে ধরেন। বলা হয়, যে রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রাণের দাবি ঐতিহাসিক সাত দফা দাবির পক্ষে নির্বাচনী অঙ্গীকার ঘোষণা করবে এবং সংখ্যালঘু স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিতকরণে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবে সে দল বা জোটের প্রতি সমর্থন থাকবে সংখ্যালঘুদের। আদিবাসী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণসহ জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংসদে ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহকে দায়িত্ব নিতে হবে। নির্বাচন পূর্ব ও নির্বাচন পরবর্তী ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘুদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

নির্বাচনের পূর্বে সরকারকে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু নির্বাচন কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু প্রত্যর্পণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমিকমিশন গঠন, বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন এবং পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বাস্তবায়নসহ পার্বত্য শান্তিচুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে। অবৈধভাবে জমি ও অস্থাবর সম্পত্তি দখল না করা এবং মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ভাংচুর বন্ধ এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের নিশ্চয়তা দিতে হবে। এছাড়াও সংস্কৃত কলেজগুলোতে এমপিও ভুক্ত করে পূর্ণাঙ্গ কলেজে রূপান্তরিত করতে হবে।

সাংসদ গলাধাক্কা দিলেন নিজের শিক্ষা গুরুকে

শেষ পৃষ্ঠার পর

কারণ জানতে চান সাংসদের কাছে। এটাও স্মরণ করিয়ে দেন যে তিনি একসময় সাংসদের শিক্ষক ছিলেন। এ কথা বলার পর সুনীল কুমারের কাছে চলে আসেন সাংসদ। তারপর গলায় হাত দিয়ে তাঁকে ধাক্কা মারেন। এরপর পাঞ্জাবি টেনে ধরে বলেন, তোর ছেলেকে সাবধান করবি।

সুনীল কুমার শর্মা বলেন, প্রবীণ শিক্ষক হিসেবে এলাকার সবাই তাঁকে সম্মান করেন। তিনি কোনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নন। অথচ ছেলের জন্য প্রকাশ্যে তাঁকে লাঞ্ছিত করলেন সাংসদ সাইমুম। তাঁর ছেলে সুজন শর্মা ঢাকায় রামু সমিতির সাধারণ সম্পাদক। সমিতির নেতৃত্বে সুজনকে পছন্দ করছেন না সংসদ। সুজন শর্মা বলে, মূলত সাংসদ সাইমুম চাইছেন রামু সমিতি তাঁর ইশারায় চলুক। কিন্তু আমরা কোনো দিন তা হতে দেব না। তিনি আরও বলেন, অথচ এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সাংসদ আমার বৃদ্ধ বাবাকে লাঞ্ছিত করলেন। আবার তিনি (বাবা) সাংসদ সাইমুমের শিক্ষকও।

সুনীল কুমার শর্মা বলেন, একসময় আমি রামু শহরের মণ্ডলপাড়ার বাড়িতে গিয়ে সাংসদকে পড়িয়েছি। এখন তিনি একজন আইনপ্রণেতা। এমন একজন মানুষও নিজের শিক্ষকের গায়ে হাত তুললেন। লজ্জায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

সর্বশেষ খবরে বলা হয়েছে কক্সবাজারের রামুর প্রবীণ শিক্ষক সুনীল কুমার শর্মার বিরুদ্ধে আদালতে ১০০ কোটি টাকার মানহানির মামলা হয়েছে। কক্সবাজার-৩ (সদর ও রামু) আসনের সাংসদ সাইমুম সরওয়ারের এক অনুসারী মামলাটি করেছেন।

কক্সবাজারের জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম আদালতে সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি একরামুল হুদা এ মামলা করেন। এতে শিক্ষকের ছেলে ঢাকার রামু সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুজন কুমার শর্মাকেও আসামি করা হয়েছে।

শিক্ষকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রামু উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাংসদ সাইমুমের বড় ভাই সোহেল সারওয়ার। তিনি বলেন, রামুতে এখন হীরক রাজার রাজত্ব চলছে। রাজার অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ। একদিন মানুষ রাজার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে, তখন রাজারও পতন ঘটবে। তিনি বলেন, শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার পর এবার ছেলেসহ তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করিয়ে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন সাইমুম। আওয়ামী লীগ এর নিন্দা জানায়।

সাম্প্রদায়িক নির্যাতন বন্ধে রাষ্ট্র যথার্থ ভূমিকা পালন করেনি

শেষ পৃষ্ঠার পর

সেই সমান অধিকার দিচ্ছে না। বরং তাদের মর্যাদার হানি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, নির্মম অত্যাচারেরও শিকার হচ্ছেন তাঁরা।

সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রসঙ্গে সুলতানা কামাল বলেন, গত তিন বছরে সংখ্যালঘুদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচার করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, বাড়িঘরে হামলা, অগ্নিসংযোগ, মন্দির-গির্জা-উপাসনালয় ঘিরে ফেলা, হুমকি দেওয়া, হয়রানিসহ হীন আচরণ পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রতিটি ঘটনায় দেখা যায়, জনগোষ্ঠীকে হয়রানি করতে মিথ্যার আশ্রয় পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে। ঘটনাগুলোর কোনো রকমের কার্যকর বিচার এখনো হয়নি। যদি বিচার হতো, অপরাধীদের চিহ্নিত করে যথাসময়ে শাস্তির আওতায় আনা হতো, তাহলে ঘটনাগুলো এত ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ত না। রাষ্ট্রের যে ভূমিকা ছিল, সেভাবে পালন করেনি।

সম্মেলন উদ্বোধনকালে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বলেন, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান ঘটছে। জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ দেশকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো এই সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ শক্তির সঙ্গে কখনো মেলবন্ধনে, কখনো পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে, কখনো বা হাত ধরাধরি করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশে ভোটের রাজনীতিতে এগিয়ে যেতে চাইছে।

বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অঙ্গ সংগঠন। সম্মেলনে প্রতিবেদন পাঠ করেন মহিলা ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়া সাহা। প্রতিবেদনে গত তিন বছরের সংখ্যালঘু (ধর্মীয় ও জাতিগত) জনগোষ্ঠীর ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদের সভাপতি জয়ন্তী রায়। সাবেক সভাপতি সাবিত্রী ভট্টাচার্য, সাবেক সাধারণ সম্পাদিকা মঞ্জু ধর, গ্লোরিয়া ঝর্ণা, সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য, দিপালী চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

মহিলা ঐক্য পরিষদের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত

সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য

মধুমিতা বড়ুয়া

সিসিলিও রোজারিও

দিপালী চক্রবর্তী

সম্মেলনে আগামি ৩ বছরের জন্য সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য, মধুমিতা বড়ুয়া, সিসিলিও রোজারিও-কে তিন সভাপতি ও দিপালী চক্রবর্তীকে সাধারণ সম্পাদক করে বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদের ১০১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়।

সাভারে দখল, দূষণ ও জমি নিয়ে হয়রানির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

ঢাকা জেলা বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ দাস, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন সাভার পৌরসভা শাখার সভাপতি মাইকেল জন গমেজ, সাভার ইউনিয়ন শাখার সহ-সভাপতি প্রতাপ আগষ্টিন গমেজ, নারী নেত্রী নিয়তি ডি' রোজারিও, কৃষক লীগ নেতা মোঃ বশির উদ্দিন, ভিটেমাটি রক্ষা সংগ্রাম কমিটির সাধারণ সম্পাদক রবার্ট প্রদীপ রোজারিও, মুক্তিযোদ্ধা দিলীপ মার্টিন গমেজ, বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদের সহ-সভানেত্রী এডভোকেট ঝর্ণা সরকার, কৃষক লীগ নেতা মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক, মোঃ মনু খান, শিক্ষক নেতা ফারুক হাসান, শ্রমিক নেতা মোঃ খায়ের উদ্দিন, আব্দুল মালেক, ধরেন্ড মিশন তরুণ সংঘের সভাপতি হিমেল টি রোজারিও প্রমুখ।

ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের বেদখল হওয়া দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধারের দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন ছবি : পরিষদ বার্তা

জাতীয় সংখ্যালঘু কনভেনশনে স্বাগত বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

অঞ্চলের অন্যান্য দেশে সংখ্যালঘু নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া চলছে।' ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান গত ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বলেন, 'বাংলাদেশ রাষ্ট্র আজ অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে।' তিনি আক্ষেপ করে বলেন, 'আমরা যে সমাজের কথা ভেবেছিলাম, বলা বাহুল্য সেই সমাজ আমাদের জীবদ্দশায় আর দেখতে পারলাম না। খুব শিগগির যে পারব তাও মনে হয় না। কিন্তু এটা মনে হয় যে, আমরা ৭০, ৭১, ৭২ ও ৭৩-এ যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, সেই স্বপ্নের একটা ভিত্তি ছিল। সেটা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারতাম।'

এমনি এক পরিস্থিতিতে আগামি সংসদ নির্বাচন সংখ্যালঘু-আদিবাসীদের শংকিত করছে। কারণ নির্বাচন তাদের কাছে, 'উৎসব' নয়, 'অভিশাপ' ও 'আতঙ্ক' হিসেবে আসে। নির্বাচনের পূর্বকারের সাম্প্রদায়িক সহিংসতা তাদের নির্মম অভিজ্ঞতায় রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আজকের এ জাতীয়-সংখ্যালঘু কনভেনশন। উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিবর্গের মধ্যে দল ও মতের ভিন্নতা থাকতে পারে কিন্তু সংখ্যালঘু আদিবাসীদের স্বার্থ ও অধিকারের প্রশ্নে কারো কোন ভিন্নতা থাকতে পারে বলে আমরা মনে করি না। তা-ই আসুন, সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষায় ৭-দফাকে আমরা 'ম্যাগনাকার্টা' হিসেবে গ্রহণ করি।

আর আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে গৃহীত ৫-দফা দাবিতে ঐকমত্য পোষণ করে তার বাস্তবায়নে যে সেখানে যে অবস্থায় রয়েছি সেখান থেকে দাঁড়িয়ে জোরদার ভূমিকা পালন করি, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলি। এর কোন বিকল্প আজ আর আছে বলে মনে হয় না। আসুন, সংখ্যালঘু-আদিবাসীদের অস্তিত্ব রক্ষা করে দেশ ও জাতির কল্যাণে সবাই মিলে আত্মত্যাগ করি। নচেৎ ভবিষ্যৎ সবার জন্যেই অন্ধকার। এ অন্ধকারকে প্রতিহত করার লক্ষে কি করণীয় সে ব্যাপারে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত গ্রহণের জন্যে এ কনভেনশনের আয়োজন।

আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন-এই কামনা করে শেষ করছি।

এ বক্তব্যে সই করেছেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিত্রয় মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত বীর উত্তম, উষাতন তালুকদার এমপি ও হিউবার্ট গোমেজ এবং সাধারণ সম্পাদক ও ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহের সমন্বয় কমিটির সমন্বয়ক রানা দাশগুপ্ত, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) ও সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি জয়ন্ত সেন দীপু ও সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট তাপস কুমার পাল, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্মল রোজারিও ও সাধারণ সম্পাদক হেমন্ত আই কোড়াইয়া, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক অসীম রঞ্জন বড়ুয়া ও সাধারণ সম্পাদক অশোক বড়ুয়া, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি অজিত রঞ্জন বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক সুদীপ বড়ুয়া ও ঢাকা অঞ্চলের প্রতিনিধি স্বপন বড়ুয়া চৌধুরী, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের সভাপতি ড. প্রভাষ চন্দ্র রায় ও নির্বাহী মহাসচিব পলাশ কান্তি দে, জগন্নাথ হল এ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি পান্নালাল দত্ত ও সাধারণ সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ অধিকারী, বাংলাদেশ হিন্দু লীগের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব শঙ্কর সরকার, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতি অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক সোমনাথ দে, বাংলাদেশ মাইনোরিটিজ সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অধ্যক্ষ অশোকতরু ও সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. অশোক কুমার ঘোষ, হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশী মাইনোরিটিজ (এইচআরসিবিএম) এর সভাপতি অধ্যাপক ড. অজয় রায় ও সাধারণ সম্পাদক আর এন ত্রিবেদী, শ্রীশ্রী ভোলানন্দগিরি আশ্রম ট্রাস্টের সভাপতি এ্যাড. সুব্রত চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক রঘুপতি সেন, স্বজন (সাংবাদিকদের সংগঠন) এর সভাপতি সন্তোষ শর্মা, বাংলাদেশ ঋষি পঞ্চায়েত ফোরামের সভাপতি রামানন্দ দাস ও সাধারণ সম্পাদক রাজকুমার দাস, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নির্মল দাস, অনুভব-এর সভাপতি হীরালাল বালা ও সাধারণ সম্পাদক বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস রিকো, বাংলাদেশ মাইনোরিটি রাইটস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. উৎপল বিশ্বাস, ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশন বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সভাপতি ড. প্রভাষ চন্দ্র রায় ও সাধারণ সম্পাদক বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস রিকো।

জাতীয় মন্দিরের দেবোত্তর ভূমি বেদখল

শেষ পৃষ্ঠার পর

রেকর্ডভূক্ত হয়। পরবর্তীতে, প্রতাপ চন্দ্র চক্রবর্তী, পিতা বঙ্গ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৯০৮ সালে রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল নং ১৩৭৪ তাং ০১/০১/১৯০৮ মূলে রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুরের তিন পুত্র নরেন্দ্র নারায়ণ রায়, রমেন্দ্র নারায়ণ রায় ও রবীন্দ্র রায়ের নিকট থেকে ঢাকেশ্বরী মাতার নিত্য পূজা, সাংবাৎসরিক অন্যান্য পূজা-পার্বণ, সম্পত্তি সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নির্বাহকল্পে একটি ভোগার্থ দলিল সম্পাদিত হয়। দলিলে উল্লেখ করা হয় যে, সেবায়েত বা তার উত্তরাধিকার শুধুমাত্র ভোগ-দখলের অধিকার ব্যতীত অন্য কোনরূপ বেচা-বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারবে না। এ বঙ্গে সরকারের আনুষ্ঠানিক ভূমি জরিপ শুরু হলে, ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সমুদয় দেবোত্তর ভূমি হিসেবে শহর ঢাকা মৌজাস্থিত সি.এস ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২ ও ৪৩ নং দাগে রেকর্ডভূক্ত হয় এবং নকশায় স্পষ্ট পাকা পিলারসহ চৌহদ্দিকৃত হয়। পাকিস্তান আমলে অনুষ্ঠিত এস.এ জরিপে লালবাগ মৌজাস্থিত ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭ নং দাগসমূহে এস.এ রেকর্ডভূক্ত হয়। পরবর্তীতে ১৯৪৭ এ পাকিস্তান সৃষ্টির আগে ও পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভূমি অধিগ্রহণ (জরুরী) আইন-১৯৪৮, ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৬৫ এর পাক-ভারত যুদ্ধ ও স্বাধীনতা উত্তর কালে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের বৃহদাংশ ভূমি স্বার্থান্বেষী ভূমিদস্যু অসাধু সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জোগসাজসে জালিয়াতির মাধ্যমে ভূমির ভূয়া কাগজপত্রাদি তৈরি করে রেকর্ডভূক্ত করা হয় বলে প্রতীয়মান হয়।

ঢাকেশ্বরী মন্দিরের দেবোত্তর ভূমি বর্তমান দখলীয় অবস্থা থেকে এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, বিগত পাঁচ-ছয় দশক ধরে অবহেলা-বঞ্চনা আর ধারাবাহিকভাবে সরকারসমূহের উদাসীনতার কারণে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের ভূমিই শুধু নয়, এর কাঠামোগত অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে। মন্দিরের সরু প্রবেশ পথের পশ্চিম পাশে দেবোত্তর ভূমি জবরদখল করে অবৈধ বস্তি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করে শুধুমাত্র মন্দিরের পৃষ্ঠা ২

ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার

আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষায়

৫ দফা

- কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট আগামী সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে এমন কাউকে মনোনয়ন দেবেন না যারা অতীতে বা বর্তমানে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে বা রাজনৈতিক নেতৃত্বে থেকে সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী, স্বার্থবিরোধী কোনোপ্রকার কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে জড়িত ছিলেন বা আছেন। এমন কাউকে নির্বাচনে প্রার্থী দেয়া হলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সে সব নির্বাচনী এলাকায় তাদের ভোটদানে বিরত থাকবে বা ভোট বর্জন করবে।
- যে রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রাণের দাবি ঐতিহাসিক ৭-দফার পক্ষে নির্বাচনী অঙ্গীকার ঘোষণা করবে এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিতকরণে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবে সে দল বা জোটের প্রতি সংখ্যালঘুদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে।
- আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণসহ জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংসদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহকে দায়িত্ব নিতে হবে।
- নির্বাচনের পূর্বাপর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, প্যাগোডাসহ ধর্মীয় সকল উপাসনালয়কে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার, নির্বাচনী সভাসমূহে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদান বা কোনোরূপ প্রচার নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি তা ভঙ্গের দায়ে সরাসরি প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিলসহ অন্যুন তাকে এক বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রেখে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী আইনের যুগোপযোগী সংস্কার করতে হবে।
- নির্বাচনের পূর্বেই সরকারকে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন, বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন এবং পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইনের বাস্তবায়নসহ পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে।

এসব দাবি পূরণের লক্ষে

সারা দেশে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সভা, সমাবেশ মানবন্ধন, লং মার্চ ইত্যাদির মাধ্যমে মানবাধিকারের আন্দোলনকে তীব্র থেকে তীব্রতর করুন।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটি

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট, বাংলাদেশ হিন্দু লীগ, বাংলাদেশ মাইনোরিটি সংগ্রাম পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, জগন্নাথ হল এ্যালামনাই এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ঋষি পঞ্চায়েত ফোরাম, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, শ্রীশ্রী ভোলানন্দগিরী আশ্রম ট্রাস্ট, অনুভব, সাংবাদিকদের সংগঠন স্বজন, হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশী মাইনোরিটিজ, মাইনোরিটি রাইটস্ ফোরাম, ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশন বাংলাদেশ চ্যাপ্টার

পরিষদ বার্তা জানুয়ারি ২০১৮

ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের প্রায় ১৪ বিঘা দেবোত্তর ভূমি বেদখল

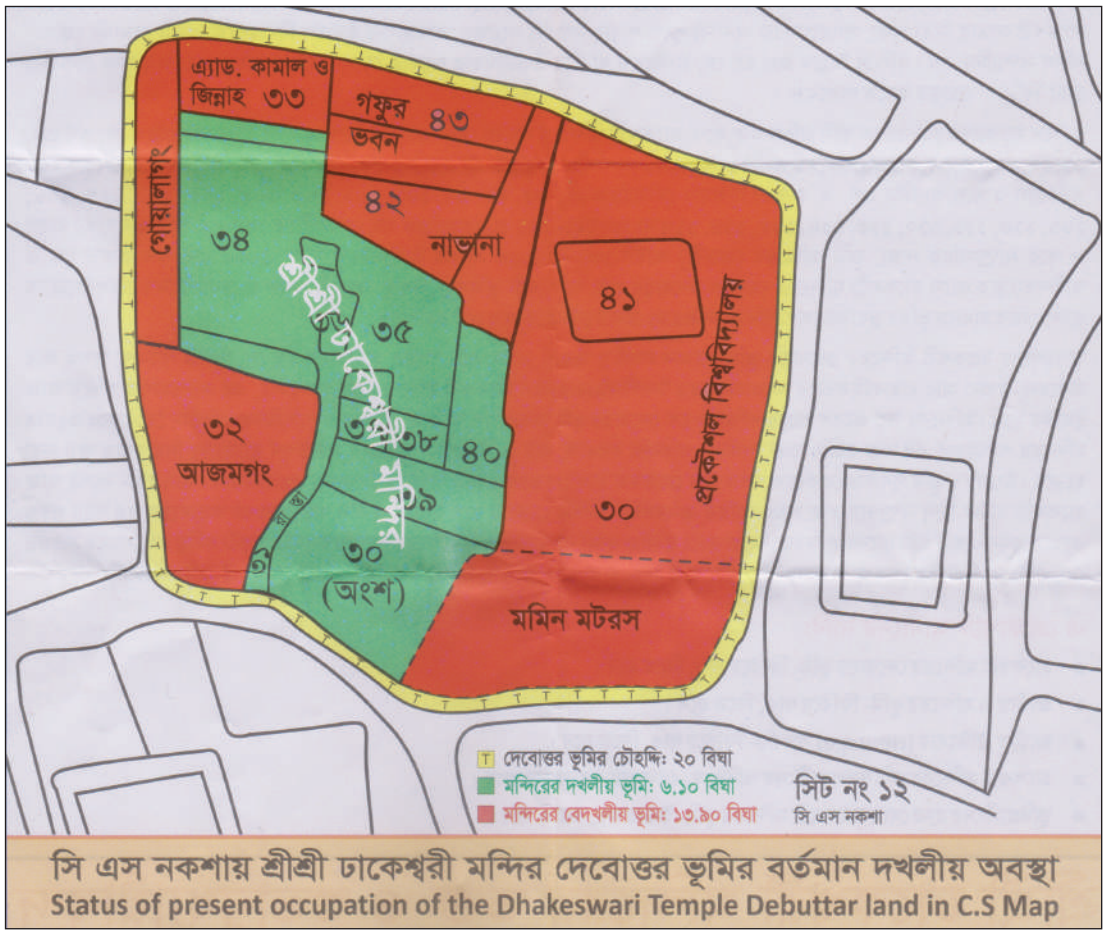

সি এস নকশায় শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী মন্দির দেবোত্তর ভূমির বর্তমান দখলীয় অবস্থা
Status of present occupation of the Dhakeswari Temple Debuttar land in C.S Map

॥ একটি বিশেষ প্রতিবেদন ॥

শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক ধর্মীয় পীঠস্থান। এটি শুধু একটি ধর্মীয় পীঠস্থানই নয়, একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিশেষ নিদর্শন গেজেটে অন্তভ। বিদেশী পর্যটক ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ, বিদেশী কূটনীতিকগণ, বিভিন্ন দেশের মাননীয় রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ, ধর্মীয় যাজক প্রমুখের এখানে প্রায়শই আগমন ঘটে। ঢাকেশ্বরী মাতা নামে মা দুর্গা এই মন্দিরে পূজিত হচ্ছেন। মহারাজা মানসিংহের সময় প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের ব্যাপক সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয় এবং মূল মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে ৪টি শিব মন্দির স্থাপন করা হয় যা আজও বিদ্যমান। ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের মধ্যে ঢাকার নামকরণ নিয়ে নানা মত থাকলেও 'ঢাকেশ্বরীর' নামে 'ঢাকার' নামকরণ হয়েছে -এ বিষয়টি অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

শত শত বর্ষে ঢাকেশ্বরী মাতা যেথায় স্থাপিত ও পূজিত, ভাওয়াল রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়বাহাদুর-এর আমলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সে জায়গাকে ঘিরে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের জন্য ২০ বিঘা পরিমাণ ভূমি সরকারের ২১৬৮ নং খাতভূক্ত মহালে দেবোত্তর ভূমি হিসাবে পৃষ্ঠা ৭

ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের দেবোত্তর ভূমি পুনরুদ্ধারের দাবিতে মানববন্ধন

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের ১৪ বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তি অবিলম্বে পুনরুদ্ধারের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ। পরিষদের নেতারা মন্দিরের উন্নয়ন কার্যক্রম শেষ করতে সরকারের সহযোগিতা চেয়েছেন। ২৭ জানুয়ারি শনিবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি থেকে এই দাবি জানানো হয়। মন্দিরের ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীরাও অংশ নেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ঢাকেশ্বরী মন্দির বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক ধর্মীয় পীঠস্থান। বিশেষ প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন হিসেবেও এটি গেজেটে অন্তর্ভুক্ত। এই মন্দিরের ভূমি পুনরুদ্ধারে ১৯৬২ সাল থেকে মোকদ্দমা চালানো হলেও আজ পর্যন্ত কোনো সুরাহা হয়নি।

বক্তারা আরও বলেন, ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের স্থাপত্যশিল্প সারা উপমহাদেশে এক বিস্ময়কর অধ্যায় হিসেবে ইতিহাসে স্বীকৃত হয়েছে। এই ধরনের স্থাপনা যে কোন দেশের ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত। বিশ্বের সর্বত্র এই ধরনের স্থাপনাগুলো সব সম্প্রদায়ের কাছে গর্বের বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়। কোন ধর্মের উপাসনালয় হলেও তা জাতীয় সম্পদ হিসেবে সুরক্ষা পায়। কিন্তু ঢাকেশ্বরী সে মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধারে আন্দোলনে নামতে হচ্ছে, এটা গোটা জাতির জন্যেই অবমাননাকর।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বলেন, ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের বেদখল হওয়া প্রায় ১৪ বিঘা জমি শুধু নয় সারাদেশেই মঠ মন্দির গির্জার সম্পত্তি বেদখল হয়ে যাচ্ছে। এই আন্দোলন শুধু সংখ্যালঘুদের নয়, এই আন্দোলন হওয়া উচিত বাংলাদেশের সব মানুষের। কারণ এটা ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও রক্ষার আন্দোলন।

মানববন্ধনে বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি জয়ন্ত সেন, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ স্বপন কুমার সাহা, পরিষদ নেতা কাজল দেবনাথ, বাসুদেব ধর, মিলন কান্তি দত্ত, তাপস কুমার পাল, ডি এন চ্যাটার্জী, সাবেক সচিব শৈলেন মজুমদার, মনীন্দ্র কুমার নাথ, জে এল ভৌমিক, নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, সুব্রত পাল, এ্যাড. কিশোর রঞ্জন মণ্ডল প্রমুখ বক্তব্য দেন।

সাংসদ গলাধাক্কা দিলেন নিজের শিক্ষাগুরুকে

॥ কক্সবাজার থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

কক্সবাজারের রামুতে আওয়ামী লীগ সাংসদ সাইমুম সরওয়ারের হাতে স্থানীয় এক সংখ্যালঘু প্রবীণ শিক্ষক লাঞ্ছিত হয়েছেন। সুনীল কুমার শর্মা নামের ওই ব্যক্তি আবার সাংসদের শিক্ষকও। গত ১৪ জানুয়ারি দুপুরে উপজেলার জোয়ারিয়ানালা এলাকায় জনসমক্ষে এ ঘটনা ঘটে। সাংসদের বড় ভাই রামু উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সোহেল সরওয়ার বলেন, সাংসদ সাইমুমের হাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা এবং প্রবীণ শিক্ষক সুনীল কুমার শর্মার লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাটি দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। ১৫ জানুয়ারি স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের এক সভায় ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সভায় সাংসদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম মণ্ডল বলেন, সাংসদের হাতে একজন প্রবীণ শিক্ষক প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত হবেন এটা কেউই আশা করেনি।

সুনীল কুমার শর্মা রামুর চৌমুহনী এলাকার বাসিন্দা। ২০১৪ সালে তিনি স্থানীয় উত্তর কাহাতিয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে অবসর নেন। তিনি ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বর্তমানে তিনি রামুর রত্নগর্ভা রিজিয়া আহমেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন।

সুনীল কুমার শর্মা বলেন, তিনি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে জোয়ারিয়ানালা বাজারে দেখা হয় সাইমুম সরওয়ারের সঙ্গে। সাংসদ বলেন, তোর ছেলে সুজন আমার বিরুদ্ধে লেগেছে। তাকে সাবধান করে দিস।

শিক্ষক সুনীল কুমার 'তুই তোকারি' করে কথা বলার পৃষ্ঠা ৬

মহিলা ঐক্য পরিষদের সম্মেলনে সুলতানা কামাল

সাম্প্রদায়িক নির্যাতন বন্ধে রাষ্ট্র যথার্থ ভূমিকা পালন করেনি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

মানবাধিকারকর্মী সুলতানা কামাল বলেছেন, দেশে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত । কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। একটি বিশেষ গোষ্ঠীর দুর্বৃত্তায়নের ফলে কখনো কখনো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় কিংবা বর্তমান রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে দেশে অধিকার ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে। গত ১৯ জানুয়ারি জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদের দ্বিতীয় ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে এসব কথা বলেন সুলতানা কামাল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সুলতানা কামাল বলেন, বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন বিশ্বাসের মানুষ মনে করছেন, বাংলাদেশ তাদের পৃষ্ঠা ৬

জাতীয় প্রেসক্লাবে মহিলা ঐক্য পরিষদের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করছেন সুলতানা কামাল ও রানা দাশগুপ্ত ছবি : পরিষদ বার্তা

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর E-mail : parishadbarta@gmail.com মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ৯ম তলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ০১৭১৫১৫৮৩৩২